দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 24 AUG 2009
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

ঢাবিতে ছাত্র-শিক্ষক নির্যাতন স্মরণে কালো দিবস পালিত

সেনাবাহিনী প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নয় একটি উচ্চাভিলাষী অংশ জড়িত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা বলেছেন, ২০০৭ সালের ২০-২২ আগস্টের ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় সেনাবাহিনী প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জড়িত নয়; বরং ওই ঘটনার জন্য দায়ী তৎকালীন সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ ও ডিজিএফআই-এর পরিচালক ব্রিগেডিয়ার ফজলুল বারী। তারা ছাত্র সমাজের বিক্ষোভের ন্যায্যতা অনুধাবন না করে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে বিক্ষোভ দমন ও বিচারের নামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের জন্ম দিয়ে প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেনাবাহিনী ও ছাত্র সমাজকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। গতকাল (রোববার) ছাত্র বিক্ষোভের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ পৃঃ ১৫ কঃ ৮

স্বীকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কালো দিবস পালন করতে গিয়ে তারা এ কথা বলেন। কালো দিবস উপলক্ষে গতকাল ছাত্র শিক্ষকরা বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করেন। সকাল ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষা কার্যক্রম। টিএসসিতে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থক সাদা দলের শিক্ষকদের বর্জনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথা লংঘন করে রেজিস্ট্রারকে সভা পরিচালনা থেকে বিরত হতে বাধ্য করে প্রক্টরকে দায়িত্ব প্রদান করায় তারা এ সভা বর্জন করেন। আন্দোলনকারী ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দের ব্যানারে কলা ভবনের প্রধান ফটকে আলোচনা ও প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আওয়ামীপন্থী শিক্ষক ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। ছাত্র শিক্ষক নির্যাতনের ঘটনায় ড. ফখরুদ্দীন, মইন উ আহমেদ ও ব্রিগেডিয়ার বারীকে গ্রেফতার করার দাবীতে হাকিম চত্বরে সমাবেশ ও কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচি পালন করে নির্যাতন প্রতিরোধ ছাত্র আন্দোলন।

প্রশাসনের অনুষ্ঠান

সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ছাত্র ও শিক্ষক নিপীড়নের ঘটনার স্মরণে সকাল ১১টায় টিএসসিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান কালো দিবসের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে গেলে ছাত্রলীগের কর্মীরা অনুষ্ঠান বর্জনের হুমকি দেয়। এরপর ভিসি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নির্দেশে প্রক্টর প্রফেসর সাইফুল ইসলাম খান অনুষ্ঠান পরিচালনা শুরু করেন। তখন সাদা দলের শিক্ষকরা অনুষ্ঠান বয়কট করে চলে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী রেজিস্ট্রার যে কোন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। বিএনপি রেজাউর সাদা দলের শিক্ষক বলে ছাত্রলীগ তার বিষয়ে আপত্তি জানায়। অনুষ্ঠান বর্জনের পর সাদা দলের শিক্ষক প্রফেসর তাজমেরী এস এ ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, "নিয়মানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অনুষ্ঠান রেজিস্ট্রার পরিচালনা করেন। কিন্তু রেজিস্ট্রারকে সাদা দলের শিক্ষক অভিহিত করে প্রক্টরকে দিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা করানো হচ্ছে। অথচ এখানে আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছি রেজিস্ট্রারের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতেই।"

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আরেফিন সিদ্দিক, প্রো-ভিসি প্রফেসর হারুনুর রশীদ, ট্রেজারার প্রফেসর মিজানুর রহমানসহ অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩ আগস্টের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে তদন্ত করা হয়েছে তাতে এর মূল উদঘাটন হয়নি। পুনঃতদন্তের জন্য নতুন তদন্ত কমিটি গঠনেরও দাবী জানান তিনি।

আন্দোলনকারী ছাত্র-শিক্ষকদের অনুষ্ঠান

কলা ভবনে প্রধান ফটকে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রো-ভিসি প্রফেসর হারুন-অর-রশীদ বলেন, সেনাবাহিনীর ঘটনার সাথে সেনাবাহিনীকে ঢালাওভাবে জড়িত না করে তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের চিহ্নিত করে বিচার করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি বলেন, ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২টি এবং বিচার বিভাগীয় একটি তদন্ত সংগঠিত হয়। কিন্তু তদন্তে ঘটনার নিরূপণ, জড়িতদের চিহ্নিত করা ও শাস্তি দেয়ার কোন সুপারিশ নেই; বরং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে তদন্তে সুপারিশ করা হয়েছে। তিনি জানান, ঘটনার নতুন করে তদন্ত ও এখনো ছাত্রদের বিরুদ্ধে চলমান ১০টি মামলা নির্বাহী আদেশে তুলে নেয়ার জন্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হয়েছে।

নির্যাতন প্রতিরোধের বিক্ষোভ সমাবেশ

'কালো দিবস' উপলক্ষে নির্যাতন প্রতিরোধ ছাত্র আন্দোলন বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বক্তারা এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে ড. ফখরুদ্দীন, জেনারেল মইন ও ব্রিগেডিয়ার বারীকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আহবান জানান। দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাকিম চত্বরে মিলিত হয়ে সংগঠনটির নেতা কর্মীরা কালো ব্যাজ ধারণ করে। সংগঠনের আহ্বায়ক খোমেনী ইহসান নেতা-কর্মীদের কালোব্যাজ পরিয়ে দেন। পরে তার সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম আহ্বায়ক হাফিজুর রহমান, পারভেজ মণ্ডল, আলমগীর কবির, ইমরান হোসেন, মিলন সরকার, আমিনুর রহমান ও আল ইমরান